বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৫ লাখ লিফলেট বিতরণ করছে ডিএনসিসি

প্রকাশিতঃ **সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৬** প্রিন্ট

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আসন্ন ঈদ-উল-আযহায় নাগরিকদের নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাইয়ে উৎসাহিত করতে ও কোরবানির বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য সকলের সহযোগিতা চেয়ে সাড়ে ৫ লাখ লিফলেট বিতরণ করছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি)। বেতার, টেলিভিশন ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার পাশাপাশি ৬ টি বিশেষ গাড়িতে ৭ দিনব্যাপী প্রচারও চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডিএনসিসি মেয়র আনিসুল হক। শনিবার গুলশান-২ সিটি কর্পোরেশন ভবনে কোরবানির প্রস্তুতি বিষয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ আব্দুল হালিম, ডিএনসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমোডর মোঃ আবদুর রাজ্জাক, প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাঈদ আনওয়ারুল ইসলাম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম এম সালেহ ভূঁইয়া, সচিব মোঃ নবীরুল ইসলাম, আকিজ গ্রুপের ডিজিএম মোহাম্মদ ইসহাক, ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দসহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আনিসুল হক বলেন, প্রতি ওয়ার্ডে অন্তত ৫ টি করে বিশেষ সুবিধা সংবলিত ১৯৬ টি স্থান নির্ধারণ করার পাশাপাশি ২ লাখ পলিথিন ব্যাগ বিতরণ করা হবে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বর্জ্য অপসারণের ঘোষণা দিয়ে মেয়র বলেন, আমাদের নিজস্ব ২ হাজার ২শ' ২৫ পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ ঈদের অতিরিক্ত বর্জ্য দ্রুত পরিষ্কারের জন্য আরও ১ হাজার ৫ কর্মী আউটসোর্সিংয়ের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ডিএনসিসির নিজস্ব ১৩০ টি আধুনিক বর্জ্যবাহী ট্রাক, ১৬টি ডাম্পার, ৮ টি পেলোডার, ৩টি টায়ার ডোজার, ১ টি প্রাইম মুভার, ২টি ট্রেইলর, ১টি এক্সক্যাভেটর ও ৩ টি চেন ডোজার রয়েছে; যা দিয়ে প্রতিদিন আড়াই হাজার টন বর্জ্য অপসারণ করা হয়। ঈদ উপলক্ষে অতিরিক্ত ৯ হাজার টন বর্জ্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণের লক্ষ্যে ৭০টি ট্রাক, ৬টি ডাম্পার, ২টি এক্সক্যাভেটর, ১টি চেন ডোজার ও একটি প্রাইম মুভার ভাড়া নেয়া হয়েছে। মেয়র বলেন, পশুর হাট ও কোরবানিকৃত পশুর বর্জ্য দ্রুত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার জন্য কর্পোরেশনের নিজস্ব গাড়িসহ ফায়ার সার্ভিস ও নৌবাহিনীর ৭ টি পানিবাহী গাড়ি ঈদের দিন থেকেই নিয়োজিত থাকবে। এছাড়া ঈদের আগের রাতে ১০টি গাড়ি থাকবে বলে জানান মেয়র। নগরীর পরিবেশ ঠিক রাখতে প্রতিটি ওয়ার্ডে স্যাভলন ও ফিনাইল মিশ্রিত পানি ছিটানো হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সর্বক্ষণিক

পর্যবেক্ষণের জন্য কন্ট্রোলরুম স্থাপন করা হয়েছে। ঈদের দিন দুপুর ১২ টা থেকে বনানী কমিউনিটি সেন্টারে নির্বাহী প্রকৌশলীর (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ) অফিসরুমে আরও একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হবে যা বর্র্জ্য অপসারণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখা হবে।

ঈদ উপলক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঈদের দিন দুপুর ২ টায় উত্তরা বা করাইল টিএ্যান্ডটি কলোনির একটি অস্থায়ী পশুর হাট পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু করা হবে। প্রধান রাস্তাগুলোর ওপর যেখানে সেখানে কোরবানির পশু জবাই না করে নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাইয়ের আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, আমাদের সরবরাহকৃত পলিব্যাগের মধ্যে পশুর বর্জ্য ভরে পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য রেখে দিন। এতে যেমন সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পূর্ণ ঢাকা নগরী পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব হবে তেমনি তারা পাবেন একটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে ঈদ উদ্‌্যাপনের আনন্দ। সংবাদ সম্মেলন শেষে ডিএনসিসির পক্ষ থেকে গণসচেতনতামূলক একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়।